হুব্বে রাসূল

mvjvjvû ‘আলাইহি ওয়াসালাম
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
উপাধ্যক্ষ-রাঙ্গুনীয়া নুর“ল উলুম ফাযিল ডিগ্রী মাদ্‌রাসা

حب رسول হুব্বে রাসূল :

حب (হুব্ব) শব্দের অর্থ হল প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, প্রণয়, বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, পছন্দ, আসক্তি, ঝোঁক, প্রবণতা, ইচ্ছা ও আগ্রহ ইত্যাদি।[১]

رسول (রাসূল) শব্দের অর্থ-দূর্ত, বার্তা বাহক, প্রতিনিধি, রাসূল ও ফিরিস্ড়া[২] বার্তাবাহক[৩] প্রভৃতি।

শরী‘আতের দৃষ্টিতে রাসূল বলা হয়-[৪]

فِى الشَّرْعِ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ

“রাসূল এমন একজন সম্মানিত মহামানব যাঁকে আল-াহ তা‘আলা সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন হুকুম-আহকাম পৌঁছিয়ে দেবার জন্য”।

সুতরাং হুব্বে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর অর্থ হল রাসূলে করীম রউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি ভালবাসা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

প্রেম-ভালবাসা বলতে আমরা যা বুঝি প্রেম-ভালবাসা হল সার্বক্ষণিক প্রেমাস্পদের স্মরণ করা, যিকর করা আলোচনা করা ইত্যাদি, প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে জান-মাল উৎসর্গ করাই হল প্রকৃত প্রেম। আর নবী প্রেমই হল ঈমানের পূর্ব শর্ত। অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হলেই ঈমান আনয়নের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়। কথিপয় মনীষী বলেছেন, অন্ড়রের টানকেই প্রেম-ভালবাসা বলে।

আর নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি মুহাব্বতের মূল কারণ হল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর পরম ও চরম গুণাবলী

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৩৮৮।
২. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান : আল মুনীর (আরবী-বাংলা অভিধান) পৃ. ৩৬৫।
৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৯।
৪. মুফতী সৈয়্যদ আমীমুল ইহসান((রহ.) : কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৩০৭।

ও কর্ম পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পবিত্র সত্ত্বা সে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করে, যা নিখিল বিশ্বের অকৃত্রিম ভালবাসা পাওয়ার একমাত্র হেতু এবং মৌলিক কারণ।[৫]

অনূরূপ বিশ্ববাসীর উপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর উদারতা, বদান্যতা, প্রীতি সর্বোপরি অনুপম আদর্শ তো দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট। মানবতার মুক্তি ও দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে যে কত মহতী উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন, উম্মতদের দোযখের আযাব থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য কত উপায় অন্বেষণ করেছেন, তার তুলনা বিরল। তায়েফের ময়দানে অমলিন বদন মোবারক রক্তে জর্জরিত হওয়া, উহুদের ময়দানে আপন দন্দান মোবারক শহীদ করা, কত আপন সাহাবীর আত্মদান শুধু মানবতার জন্যই, তাই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই সত্য দ্বীনের প্রথম শর্ত, আল-াহ তা‘আলার ভাষাই আমরা শুনি তিনি বলছেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ن اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ـ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

“আপনি বলুন, ‘যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্বগোষ্টি, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য, যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান- এ সব বস্তু আল-াহ ও তাঁর রাসূল এবং আল-াহর পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো আল-াহ তাঁর নির্দেশ শাস্ড়ি আসা পর্যন্ড় এবং আল-াহ ফাসিক্বদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না”।[৬]

---

৫. ড. তাহের আল-কাদেরী : এশকে রাসূল সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মীর জাবেদ ইকবাল) পৃ. ৬৫।

৬. আ‘লা হযরত (রহ.) : কানযুল ঈমান (বাঙ্গনুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল মান্নান), সূরা তাওবা, আয়াত নং-২৪, পৃ. ৩৫১।

বিশিষ্ট ‘আশিক্বে রাসূল ‘আল-ামা ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন, [৭]

فَكَفٰى بِهٰذَا حَثًّا و تَنْبِيْهًا وَ دَلَالَةً وَ حُجَّةً عَلٰى اِلْزَامِ مُحَبَّتِهٖ وَ وُجُوْبِ رِضٰهَا عِظَمِ خَطْرِهَا وَ اِسْتِحْقَاقِهٖ لَهَا اِذْ قَرَعَ تَعَالٰى مَنْ كَانَ مَالُهٗ وَاَهْلُهٗ وَوَلَدُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَاَوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاتِىَ اللّٰهُ اَمْرِهٖ۔

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি ভালবাসা অত্যাবশ্যকীয় হওয়াসহ এর গুর“ত্বের বিষয়ে আয়াতে করীমাটি দলীল হিসেবে যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট। তাছাড়া এ বিষয়ও প্রতিয়মান হয় যে, সে প্রেম-মুহাব্বতের প্রকৃত যোগ্য কেবল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র সত্ত্বাই। সর্বোপরি এ আয়াত শরীফটি এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও ধন-সম্পত্তির আসক্তি ও ভালবাসাকে আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর উপর যারা প্রধান্য দেয় আল-াহ তা‘আলা তাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ তোমরা সে পর্যন্ড় অপেক্ষা কর যখন আল-াহ স্বীয় আদেশ (শাস্ড়ি) প্রেরণ করেন”।

উক্ত আয়াতে আরো প্রতিয়মান হয় যে, আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাথে ভালবাসা ও মুহাব্বত ব্যতীরেকে ইসলামের দাবীদারদের আল-াহর পক্ষ থেকে হেদায়ত নসীব হয় না। এ সব লোক বাহ্যিক মুসলমান হলেও মূলত ফাসিক্ব ও পথভ্রষ্ট।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম স্বয়ং অনেক মূল্যবান ও তত্ত্ববহূল কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। তম্মধ্যে উলে-খযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

বিশ্ববিখ্যাত সাহাবী, দরবারে রেসালতের খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর মুখে আমরা রাসূলের বাণী শুনি- হযরত আনাস (রা.) বলছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন, [৮]

---

[৭]. ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) : আশ-শিফা বিতা‘রিফি হুকুকিল মোস্ড়ফা, খ. ১, পৃ.১৪।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ -

“যার মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকবে, যে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, আর তা হল-

১. আল-াহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম তার নিকট সবচেয়ে অধিক মুহাব্বতের হবেন।
২. কাউকে মুহাব্বত করলে সে মুহাব্বত কেবল আল-াহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে।
৩. কুফুরের দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়াকে এরূপ ঘৃণা করা যেরূপ অগ্নি কুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

হাদীস নং-২

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, আহলে সুফ্ফার সরদার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রিয় সাহাবী সৈয়্যদুনা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর যবানে আমরা হাদীস শরীফটি শুনি, তিনি বলছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করছেন, [৯]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ -

শপথ সে সত্ত্বার যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ড় প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার নিকট তার মাতা-পিতা, সন্ড়ান-সন্ড়তি থেকে অধিক মুহাব্বতের আমি না হব”।

হাদীস দু’টির প্রতি একটু গভীর মনযোগ সহকারে দেখলে বুঝা যাবে সবার চেয়ে নবীর ভালবাসা ও মুহাব্বত অধিক হতে হবে। তাহলেই কেবল প্রকৃত মূ’মিন হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি নবীকে মুহাব্বত না করে অধিক আমল করলেও কোন ফায়দা হবে না। কেননা ইসলামের মূল রোকন গুলোর গুরুত্ব

---

৮. ইমাম বোখারী (রহ.) : আল-জামি‘ আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৭।
৯. ইমাম বোখারী (রহ.) : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

তো অবশ্যই অবিসম্বাদিত, কিন্তু ঈমানের মূল তথা বুনিয়াদ তো হচ্ছে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি অকৃত্রিম মুহাব্বত ও ভালবাসা।

কতই না সুন্দর বলেছেন ‘আল-ামা ড. ইকবাল, [১০]

مغز قرآں روح ایماں جان دیں

ہست حب رحمۃ للعالمین

“কুরআনের মূল, ঈমানের রূহ ও ধর্মের প্রাণ মূলত কর“ণার আধার হুযুর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম”।

নবী প্রেম যেমন একদিকে ঈমানের মূল বুনিয়াদ, অপর দিকে এটি ঈমানের উৎকর্ষতা এবং পরমতত্বও। সাহাবায়ে কেরাম কেমন নবী প্রেমিক ছিলেন নিম্নে বর্ণিত হাদীসে দেখা যাবে, দরবারে রেসালতের বিশিষ্ট খাদেম হযরত আনাস (রা.) বলছেন, [১১]

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى السَّاعَةُ ؟ قَالَ وَمَا اَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ قَالَ حُبَّ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ

“একদা এক সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর মহান দরবারে আসলেন, অতঃপর বললেন, ওহে প্রিয় হাবীব! ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন নামায শেষে বললেন, ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সাহাবীটি বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ! আমি, নবী করীম সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করলেন, ক্বিয়ামতের জন্য তুমি কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছ? সাহাবীটি বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ! (নামায-রোজার বড় একটি পুঁজি তো আমার নেই) “আমি আল-াহ ও তার রাসূলকে আন্ড়রিকভাবে ভালবাসি।” নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন, “প্রত্যেক লোক তাঁর প্রিয় ব্যক্তির (প্রেমাস্পদের) সঙ্গ পাবেন। (আর তুমিও ক্বিয়ামত দিবসে তাঁর সঙ্গ পাবে, যাকে তুমি ভালবাস)”।

---

[১০]. ড. তাহের আল-কাদেরী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[১১]. ইমাম মুসলিম (রহ.) : আল-জামি‘ আস-সহীহ; ড. তাহের আল কাদেরী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে সর্বাধিক আনন্দ দিয়েছে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর এ উক্তি- فَاِنَّکَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ “যে যাকে ভালবাসে সে তাঁর সঙ্গে থাকবে”। আমি আল-াহ ও তার রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমরকে ভালবাসি” আমার যদিও বা তাঁদের মত আমল নেই- আশা করছি ক্বিয়ামতের দিবসে আমি তাঁদের সঙ্গে থাকব।

অপর একজন সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে নবী প্রেমের আতিশয্যে নিজের মুহাব্বত ও ভালবাসা এভাবে প্রকাশ করলেন, [১২]

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَهْلِیْ وَ مَالِیْ وَاَنِّیْ لَاَذْکُرُکَ فَمَا اَصْبِرُ حَتّٰی اَجِیْئَ فَاَنْظُرُ اِلَیْکَ وَ اَنِّیْ ذَکَرْتُ مَوْتِیْ وَ مَوْتُکَ فَعَرَفْتُ اَنَّکَ اِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِیِّیْنَ وَ اِنْ دَخَلْتُهَا لَا اَرَاکَ

“ইয়া রাসূলাল-াহ! আমি দুনিয়ার সব কিছু থেকে আপনাকে অবশ্যই অধিক ভালবাসি, আমার পরিবার এবং সম্পদ-সম্পত্তি থেকেও। যখনি আপনার স্মরণে আমার মুহাব্বতের সাগর উথলে উঠে, অমনি ছুটি আমি আপনার কাছে, আর নয়ন ভরে দেখতে থাকি আপনাকে। কিন্তু একটি কল্পনা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে, মৃত্যুর পর আপনার এ দিব্যদর্শন কিভাবে সম্ভব হবে? কেননা আপনি জান্নাতের সুউচ্চ আসনে নবী-রাসূলের সাথে অবস্থান করবেন। আর আমাকে যদি জান্নাত দেওয়াও হয়, জানি না আমার অবস্থান কোন স্ড়রে হবে। আমি ভাবছি, সেখানে তো আমার সম্ভব হবে না আপনার নূরানী চেহরা মোবারক দেখে দেখে নয়ন-মনের তৃপ্তি-সুখ মিটাবার”।

সাহাবীদের (রা.) এমন মুহাব্বত ও ভালবাসা, নবীকে দেখার ব্যাকুলতা তাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। স্বয়ং আল-াহ তা‘আলাই সে ভাবনার যথাযথ সমাধান দিচ্ছেন,

---

[১২]. ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِکَ رَفِيْقًا

“এবং যে আল-াহ ও রাসূলের হুকুম মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল-াহ অনুগ্রহ করেছেন-অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ। এরা কতই উত্তম সঙ্গী”[১৩]

হযরত সাওবান (রা.)-ই এ আয়াত অবতীর্ণের কারণ। তাঁর উসিলায় সকলে সান্ড়না পেয়ে গেলেন।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে প্রকৃত ভালবাসার পূর্বশর্ত হল প্রেমিকের নিকট তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম) প্রতিটি আচার-আচরণ ভালবাসা।

ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) বলেন, [১৪]

اِعْلَمْ مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا آثَرَهُ وَ آثَرَ مُوَافِقَتَهُ وَ اِلَّا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فِىْ حُبِّهٖ وَ كَانَ مَدْعِيًّا

“জ্ঞাতব্য যে, কেউ কাউকে ভালবাসার অর্থ হল- মাহবুবের আনুকুল্য ও আনুগত্যকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়া। এ ছাড়া সে তার দাবীতে সৎ হতে পারে না”। সুতরাং নবীকে ভালবাসা মানে হল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করা। নচেৎ তার দাবী সত্য নয়। আল-াহ তা‘আলাও নবীর আনুগত্যের কথা বলেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ

“হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হে মানবকুল, যদি তোমরা আল-াহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার আনুগত্য কর”।[১৫]

সুতরাং আল-াহর প্রতি ভালবাসার দাবী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর অনুসরণ ও আনুগত্য ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য নয়।

নবী প্রেমের অপর একটি নিদর্শন হল তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করা, তাঁর আদেশ-এ বিষয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন-[১৬]

---

১৩. আ‘লা হযরত (রহ.) : প্রাগুক্ত, সূরা নিসা, আয়াত নং-৬৯, পৃ. ১৭৫।

১৪. ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯।

১৫. আ‘লা হযরত (রহ.) : প্রাগুক্ত, সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত নং-৩১, পৃ. ১১৪।

১৬. ইমাম তিরমিযী (রহ.) : আল-জামি‘ ; ড. তাহের আল-কাদেরী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَ تُمْسِىَ لَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غَشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا بُنَىَّ وَ ذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَ مَنْ اَحْيَا سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَ مَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

“ওহে প্রিয় বৎস! আনাস, তোমার যদি সামর্থ হয় সকাল-সন্ধ্যা যে কিছুর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থাকতে, তবে তাই কর, অতঃপর বললেন, ওহে প্রিয় বৎস! এটি হল আমার সুন্নাত, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে সজীব রাখল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে”।

সুতরাং যাঁর মাঝে এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে-ই আল-াহ ও রাসূলের ভালবাসার দাবীতে সত্য। মূলতঃ মুহাব্বত হচ্ছে ঈমানের মূল শেকড়, আর সৎকর্ম এবং আনুগত্য হচ্ছে সে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। এ প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনা রয়েছে, একদা মদ্যপানের কারণে এক সাহাবীর উপর শরী‘আতের দন্ড আরোপিত হয়, লোকেরা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে, এমতাবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন, [১৭]

لَاتُلْعِنُهُ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ ـ

“তাকে তোমরা অভিশাপ দিওনা। কেননা সে আল-াহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে”।

এই হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, আল-াহ ও তাঁর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের আমল দূর্বল হলেও লা‘নত দেয়া নিষেধ, আর যারা তাঁদেরকে ভালবাসে না তাঁদের লা‘নত দেয়া বৈধ।

আল-াহ ও তাঁর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে মুহাব্বত করার অপর একটি নিদর্শন হল তাঁদের অধিক স্মরণ।

কথিত আছে, مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهُ “যে যাকে ভালবাসে সে তার স্মরণ বেশী বেশী করে থাকে”।

ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) বলেন,

وَ مِنْ عَلَامَاتِ مُحَبَّةِ النَّبِىِّ ﷺ كَثْرَةُ ذِكْرٍ لَهُ ـ

[১৭]. ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০।

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা, তাঁর শানে মীলাদ শরীফের আয়োজন করা, না‘আত শরীফ পাঠ করা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাঁকে মুহাব্বত করার নিদর্শন।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে মুহাব্বত করার আর একটি নিদর্শন হল, তাঁকে দেখার তীব্র বাসনা। পরিপূর্ণ মুহাব্বতের জন্য চাই-তাঁকে দেখার জন্য উদাস ও অস্থির থাকা।

ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) বলেন, [১৮]

فَكُلُّ حَبِيْبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيْبِهٖ

প্রত্যেক প্রেমিকের অন্ড়রের বাসনা যে, আপন মানুষকে সাক্ষাতে স্বচক্ষে দেখে আত্ম তৃপ্তি লাভ করা। যেমন সৈয়্যদুনা সিদ্দিক্বে আকবর (রা.) বলেন, আমার নিকট তিনটি বিষয় খুবই প্রিয়,

১. ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনাকে চেয়ে থাকা।
২. আপনার সামনে বসে থাকা।
৩. আপনার জন্য সম্পদ ব্যয় করা।

হিজরতের পূর্বে মদীনা বাসীগণ আমার নবীর অপেক্ষায় থাকতেন আর কবিতা আবৃতি করতেন-

غَدًا نَلْقَ الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَ صَحْبَهٗ

কী আনন্দ ! নূর নবী মুহাম্মদ ও তাঁর প্রেমিক সাহাবাদের সাথে সাক্ষাত হবে।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি মুহাব্বতের অপর একটি নিদর্শন হল তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ যেমন মুহাব্বতের নিদর্শন, তেমনিভাবে তাঁর নাম মোবারক উচ্চারণের সময় এবং তাঁর আলোচনাকালে অতিশয় আদব ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অবশ্যই বাঞ্চনীয়।

আর সাহাবা কেরাম (রা.)-এর অবস্থা ছিল-

لَا يَذْكُرُوْنَهٗ اِلَّا خَشَعُوْا وَ اقْشَعَرَّتْ جُلُوْدُهُمْ وَ بَكَوْا

[১৮]. ক্বাযী ‘ইয়াদ্ব মালেকী (রহ.) : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০।

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর স্মরণ ও আলোচনাকালে তাঁদের পশম খাড়া হয়ে যেত, তাঁরা জড়সড় হয়ে যেতেন এবং কান্নায় আবেগাপ-ুত হয়ে যেতেন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর প্রতি ভালবাসার অপর একটি নিদর্শন হল, তাঁর ভাললাগাকে মুহাব্বত করা।

প্রিয় নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)কে ভালাবাসতেন সুতরাং আশেকে রাসূল দাবীদারদের উচিৎ ঐ দু’জকে ভালবাসা, তাঁদের মা ফাতিমা (রা.)কে ভালবাসা। তাঁদের বংশধরদের ভালবাসা, উম্মহাতুল মূ’মিনীনদের ভালবাসা। অনূরূপভাবে আনসার ও মুহাজির এবং সাহাবাদের ভালবাসা, যেহেতু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম তাদেরকে ভালবাসতেন।

সর্বোপরি কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফকে ভালবাসা এবং এ দু’টি পাঠকালে আদব রক্ষা ইত্যাদি।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর উম্মতের প্রতি ভালবাসা রাখা, তাদের মাগফিরাত কামনা করা, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর মত গরীব-মিসকিনদের বেশ পরিগ্রহ করা, গরীব হালত সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন,

اِصْبَرْ اَبَا سَعِيْدٍ فَاِنَّ الْفَقْرَ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنْكُمْ اَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ اَعْلَى الْوَادِىْ وَ مِنْ اَعْلَى الْجَبَلِ اِلٰى اَسْفَلِهٖ۔

“ওহে আবূ সা‘ঈদ ধৈর্য্য ধারণ কর, যে ব্যক্তি আমার সাথে ভালবাসা রাখে, অভাব-অনট ও গরীবী অবস্থা তার দিকে এমনভাবে ধাবিত হয়, যেমন ভাবে পানি পাহাড়ের ঢালু থেকে ধাবিত হয়ে আসে”।

অনুরূপভাবে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম-এর অপছন্দের প্রতি ঘৃণা করা তাঁর দুশমনদের প্রতি শত্র“তা পোষণ করাও তাঁকে মুহাব্বতের অন্যতম নিদর্শন।

আশেক্ব-প্রেমিকদের অপর একটি নিদর্শন হল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালামকে দোষ-ত্র“টির উর্ধ্বে জ্ঞান করা।

নবী প্রেমিকের অন্ড়রের গভীরে এ ধারণা রাখতে হবে যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম নূরের তৈরী মহামানব, যিনি যাবতীয় দোষ-

ত্র“টি মুক্ত সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল-াহ তা‘আলা তাঁকে পরিপূর্ণ গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অতুলনীয়, বেনযীর ও বেমেছাল। তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি জগতে ‘ইলম, ধৈর্য, চরিত্র এবং সমস্ড় গুণাবলী ও পূর্ণতার দিক থেকে পরম ও চরম জ্ঞান করা প্রেমিকের উপর আবশ্যক।

দরবারে রেসালতের কবি হযরত হাস্সান ইবন সাবিত কতই না সুন্দর বলেছেন,

وَاَحْسَنُ مِنْکَ لَمْ تَرَقَطُّ عَيْنِیْ
وَ اَجْمَلَ مِنْکَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ
خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ کُلِّ عَيْبٍ
کَانَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ

“ওহে প্রিয় হাবীব! সমগ্র সৃষ্টি জগতে আপনার মত সুন্দর আমার এ দুটো চোখ কখানো দেখেনি, এমন হয় কিভাবে? আপনার মত সুন্দর তো কোন মা প্রসবই করেনি।

ওহে প্রিয় হাবীব! সে কোন দোষ-ত্র“টি মুক্ত করেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, মনে হয় যেন আপনার স্রষ্টা আপনাকে আপনারই মনের মত করে সৃষ্টি করেছেন”।

অপর এক কবি বলেছেন,

لَايُمْکِنُ الثَّنَاءُ کَمَا کَانَ حَقُّهُ
بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অসম্ভব বয়ান করা আপনার শান
বলা যায় শুধু আল-াহর পরেই আপনার স্থান।